মেয়েটি

আবদুর রউফ চৌধুরী

শরীরে একবিন্দু শক্তিও নেই তার, বুকটা শুধু ওঠানামা করছে, হাত-পা কাঁপছে, দেহটা কোনওরকম এলিয়ে দিয়েছে জঙ্গলের মাটিতে, লাশের মত। এই অঞ্চলকে তার সত্য সত্যই মৃতের জনপদ বলে মনে হচ্ছে; চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবুও সে মরার মত শুয়ে থাকে। চোখ-দুটো যখন খুলে উপরের দিকে তাকাল তখন আকাশের গায়ের তারাগুলোও দেখা গেল না, গাছের আঁড়ালে ঢাকা পড়েছে সবকিছু, রাত কত হবে কে জানে? দুইটা বা তিনটা, সাড়ে তিনটাও হতে পারে। যখন সে পাকিস্তানী মিলিট্যারি কনভয় থেকে লাফিয়ে পড়েছিল তখন দেড়টার মতই বাজছিল, সময়টি একজন সৈনিকের কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছিল। পালিয়ে আসার পর অনেকটুকু সময় কেটে গেছে। মেয়েটিকে গ্রেফতার করার পর টর্চারসেলে এনে শারীরিক অত্যাচার চালানোর আগেই সে গেরিলা-যুদ্ধের তথ্য দিতে অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়ায় আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য-ঘেরা মিলিট্যারি কনভয়ের মাধ্যমে সৈন্যশিবিরে নেওয়ার পথেই এই ঘটনাটি ঘটেছিল। জঙ্গলের মধ্য-দিয়ে যখন মিলিট্যারি কনভয়টি এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই সুযোগ বুঝে মেয়েটি লাফিয়ে পড়েছিল, পড়েই সে প্রাণপণ ছুটছিল। চারদিক থেকে মেশিনগানও গর্জে উঠেছিল। ভাগ্য ভাল তাই একটি গুলিও তার দেহে লাগেনি, আশপাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ করে চলছিল। জঙ্গলে শুয়ে থাকা মেয়েটি চমকে উঠল, হঠাৎ আবার গুলির শব্দ শোনা গেল, মেশিনগান গর্জে উঠেছে, এবারের শব্দ একঝাঁক কুকুরের চিৎকারের মত অন্ধকার ভেঙে উড়ে গেল। ঝিমধরা অবস্থায় তার একমুহূর্ত কেটে গেল; সে অনুভব করল, আসলে, গুলির শব্দ বাস্তব, মানসিক নয়; গভীর রাত থেকেই ত গুলির শব্দে একপ্রকার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার চিত্তের এককোণে উৎকর্ণ হয়ে রইল পাকিস্তানী সৈন্যদের সংকেত ধ্বনি ধর-রে-মার-রে শোনার জন্য, তবে সে ধ্বনি শোনা গেল না। সে প্রাণপণ দৌঁড়ানোর আগে একবার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল : সৈন্যরা কী আমাকে ঘিরে ফেলেছে? আমার অবস্থান কী ওরা জেনে

ফেলেছে? না কী ওরা আন্দাজে গুলি চালাছে? তার পাশ দিয়ে কী যেন ছুটে গেল। সৈন্য, না, সৈন্য নয়, ওদের দৌড়ানোর শব্দ অন্যরকম। বরুদের গন্ধ পাশ কাটিয়ে কী যেন পালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি নিশ্চিত হল, আবর্জনার স্তূপে শিয়াল-টিয়াল নাক ডুবিয়ে আঁতিপাতি করে খাবার খোঁজার সন্ধান করছে। আবার তার গা ছমছম করে উঠল, সৈন্যরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসছে। শূন্য আকাশের নীচে সে আরও শঙ্কিত মনে শুয়ে থাকার চেষ্টা করছে। বোবাচোখে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে; অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর আরও এক গাঢ় অন্ধকার অপেক্ষা করছে যেন, তবে অন্ধকারেও একপ্রকার আলোর অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা সম্ভব, সৈন্যরা অবশ্যই এই অন্ধকারে তার সন্ধান চালাবে। ওরা কতদূর আছে? গুলির শব্দ বেশ দূর থেকেই আসছে। অন্তত মাইল হবে। ওরা আমার পিছু ধাওয়া করে আসছে। মেয়েটি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। মাথাটি ঘুরে গেল। জীবন ধরেই যেন টান দিচ্ছে। নিজেকে জীবিত বলে ভ্রম হচ্ছে তার। নীরব আর্তনাদ করে ফিরে তার নিশ্বাস, সে স্তব্ধ হয়ে আছে। নিজেকে আবৃত করে মাটির বুকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিলিয়ে দিয়ে গুলিবর্ষণ থেমে যাওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার শরীরের এখানে-ওখানে দপদপ করে ব্যথা জ্বলছে, পায়েও প্রচণ্ড ব্যথা, দৌড়ানোর সময় মচকে গিয়েছিল, জঙ্গলের আঘাতে কেটে-ছিঁড়ে গেছে পা-হাত-পেট। অচিরেই গুলির শব্দ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে থেমে গেল, মুহূর্তে শীতল হয়ে যায় পরিবেশ, জঙ্গলের বাস্তবতা গাঢ়তর হতে লাগল, মেয়েটি যতটা প্রবলভাবে দাঁড়াতে গিয়েছিল, তার সিকিভাগও বাস্তবায়িত হল না, আবার মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ল; তার শরীর কাঁপছে, বুক ধুপ্-ধুপ্ করছে, মনে হচ্ছে গুলির শব্দগুলো আবার আশপাশ থেকে শোনা যাবে, স্বেদ এসে কপালে রাজ্য-বিস্তার করতে লাগল, আতঙ্কে সে জড়জড়িত, সৈন্যরা এসে পড়ল হয়ত, ধরা পড়লে নির্ঘাৎ গুলি করে হত্যা; কতজনকে ওরা এভাবে হত্যা করেছে, তার কী কোনও হিশেব আছে। ভাগ্য ভাল বলেই ত সে এখনও বেঁচে আছে। আর দেরী করা উচিত নয়। সৈন্যরা মরিয়া হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। একটি বনোগাছকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়াল সে। বিস্ফোরিত প্রশ্ন নিয়ে নীরবে সে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকাল, চোখ-দুটো এই পরিবেশকে মানিয়ে নিয়েছে। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে তাকে তীব্র আশঙ্কায় বিদীর্ণ করে যাচ্ছে। হঠাৎ আবার বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণের আওয়াজ কানে ভেসে এল, রক্তশূন্য হয়ে গেল তার মুখ, এই গুলিবর্ষণে সে হারিয়ে ফেলল তার সমস্ত সাহস ও দৃপ্ততা। তারপর আবার সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেল। শাড়ির আঁচল কাঁধে ফেলে, মনের সাহস ফিরিয়ে এনে সে অন্ধকার ভেঙে এগুতে শুরু করল। ঘন জঙ্গল, শুকনো গাছপালা, পা পড়লেই মচমচ শব্দ ওঠে। পায়ে জুতো থাকা সত্ত্বেও লোহার মত শক্ত মাটির উপর দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে ফেঁটে গেছে অনেক আগেই, মরা কাঁটাবেতের আঘাতে জুতোর তলার অস্তিত্ব নেই। কাঁটার আঁচরে, আঘাতে পা-হাত কেটে রক্ত ঝরছে, দগদগে ব্যাথা ক্ষতস্থানে ধারণ করে কোনওরকমে সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগল মেয়েটি। কিছুদূর এগিয়ে আসার পর বুঝতে পারল এই জঙ্গলটির ঘনত্ব আরও-একটু এগিয়ে গেলে কমে আসবে, একসময় আকাশে অসংখ্য তারার সন্ধান মিলল, অন্ধকার সরে যাচ্ছে পিছনের ঘন জঙ্গলে। এখানে সারি সারি গাছ, খুব সাবধানে গাছের ভেতর দিয়ে শরীর এলিয়ে এগুলে লাগল মেয়েটি। একটু উনিশ-বিশ হলে গাছের দোলা দেখে আশপাশের সৈন্যরা হয়ত টের পেয়ে যাবে, কোনওভাবেই তাকে ধরা-পড়া চলবে না। গাছের আড়ালে একটু দাঁড়াল সে, ভাবতে লাগল, কোন্ দিকে যাবে? একটু ভেবে নেওয়া দরকার। ভুল পথে অগ্রসর হলে পাকিস্তানীর ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা অবশ্যই এরমধ্যে চারদিকে তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে। সৈন্যরা সংখ্যায় কম হলেও এরমধ্যে সৈন্যশিবির থেকে আরও সৈন্য আনা হয়েছে হয়ত। সমস্ত এলাকা ঘিরে ফেলতে কতক্ষণ! জটিল চিন্তাভাবনা। চিন্তাই হচ্ছে জীবন রক্ষা করার সার্বক্ষণিক ভিত্তি। সময় নষ্ট না-করে তাড়াতাড়িই পালানো উচিত। ভোর হওয়ার আগেই একটি নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো আবশ্যক। কিন্তু কোন দিকে, কোথায় যাবে সে-সম্বন্ধে মেয়েটি নিশ্চিত নয়। ভাগ্যের উপর নিজেকে অর্পণ করে, চিন্তার বিস্তৃত পাটাতনের লম্বমান হয়ে এক অদৃশ্য স্রোতের তাড়নায় এগুতে লাগল এই আবছা-অন্ধাকারে ভেসে। তার পা-চলার সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব আকাশটি ক্রমেই সজীব হতে লাগল। কোথাও কোনও গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না, গৃহ পশু-পাখির বিন্দুপ্ররিমাণ কোনও সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও অন্ধকার নিশ্চল নয়,

মৃতও নয়, ভয়াবহ একটি গতির স্পন্দন অবিরাম যদিও টের পাওয়া যাচ্ছে। ভোরের এই বাংলার প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মেয়েটির এক অলস অনাবিল প্রশান্তির গভীর খাত প্রবাহিত হতে দেখে। মনে হচ্ছে, সামনে সময় অনন্ত; কোনও কিছুতেই অস্থির গতি থাকার আবশ্যকতা নেই। অতি সম্প্রতি তার জীবনে যা ঘটেছে, তারও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে গেছে তার চেতনা থেকে। মেয়েটি নিজেকে অসাধারণ রকম প্রস্তুত বোধ করছে আগামী দিনের জন্যে; তবে তার মনে পড়ে গেল, মিলিট্যারি তার পিছনে তাড়া করছে, কিছুক্ষণ আগে ত তাকে তারা ধর্ষণ করেছিল। সে উন্মাদের মত ছুটতে লাগল। একটু-একটু করে প্রকৃতি জেগে উঠতে লাগল। আর যখন প্রকৃতির দুয়ার উন্মুক্ত হল তখন সে দেখতে পেল যতদূর তার চোখ যাচ্ছে ততদূর শুধুই আখের ক্ষেত। মৃদুমন্দ বাতাসে এসবের মাথাগুলো দোল খাচ্ছে। কিচির-মিচির শব্দ তুলে আকাশে পাখিরা পাখা মেলতে শুরু করেছে। চকচকে শুকতারা তখনও নিভে যায়নি পূর্ব আকাশ থেকে, তবে কতক্ষণ! তবে অনেক দূরে পিছনের দিক থেকে মাঝেমধ্যে মেশিনগান ও রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দ হচ্ছে। কয়েকটা বুলেট ছুটে গেল শিস কেটে। মেয়েটি এতে নিশ্চিত হল, ওগুলো ফাঁকা গুলি, কারওকে টার্গেট করে চালানো হয়নি। বেশ অনেকক্ষণ আর শব্দ শোনা গেল না, হয়ত-বা ওরা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। কয়েক মাইল ত হেঁটেছে মেয়েটি, এখন নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে হচ্ছে, অবশ্য সৈন্যরা যদি ওকে খোঁজে বেড় করার জন্য সমস্ত অঞ্চল জুড়ে অনুসন্ধান অভিযান চালায়, তাহলে অন্য কথা। কয়েকটি ছোট-বড়ো টিলা ভেঙে মেয়েটি যখন আখক্ষেত পেরিয়ে একটি বড় আকারের পুকুরের পাড়ে এসে উপস্থিত হল, তখন সূর্য উঠে গেছে চোখের সমান, পাড় ঘেঁষে সুপুরি গাছ, ডাল-ভাঙা গাছের সারি, এসবে আর ফল ধরে না, নিশানবিহীন দণ্ডের মত তারা শুধু দাঁড়িয়ে আছে, এদের আড়ালে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে মেয়েটি দূরের বাড়িঘর স্পষ্টই দেখতে পারল, কিছুক্ষণের মধ্যে কৃষকেরা গরু-লাঙ্গল নিয়ে হয়ত-বা বেরুবে, শিশুরা হয়ত-বা দাঁতে আঙুল ঢুকিয়ে ঘুরবে; তবে মেয়েটি কী করবে ভেবে পাচ্ছে না, গ্রামে ঢুকবে কী? মেয়েটি ভ্রূ কুঞ্চিত করে সন্দেহ প্রকাশ করল, তবে তার না ঢুকে উপায় কী! আশ্রয় প্রয়োজন, এছাড়া ক্ষুধায় নাড়িভূরি জ্বলে যাচ্ছে, খেয়েছিল গত রাতে, সে থেকে তার শরীরের কত যে দখল গেছে, পেটেও সামান্য দানাপানি পড়েনি, অবশ্য কিছুক্ষণ আগে ডোবা থেকে আজলা ভড়ে জলপান করেছিল। এর চেয়েও বড় কথা মেয়েটির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, সেখান থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছে, একটু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু গ্রামে ঢোকা বা কারও মুখোমুখি হওয়া উচিত হবে কী না সেই তার কাছে বড় প্রশ্ন। সে রক্তাক্ত। তার বিদ্ধস্ত অবস্থা দেখে অপরিচিত গ্রামের লোকজন নানাকিছু সন্দেহ করতে পারে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই মিলিট্যারি বা তাদের শাদা পোশাকধারী লোকরা ছড়িয়ে পড়েনি তাই-বা কে বলতে পারে? যদি তারা নাও এসে থাকে, তবুও বিহারিদের মুখোমুখি হলে ওর খবর পৌঁছে দিতে দেরী করবে না। বিহারিদের কথা মাথায় আসতেই একমুহূর্তে রক্তপিপাসু হয়ে গেল সে। শাড়ির আঁচল কোমরে বেঁধে মনে মনে বলল, বিহারিদের নির্বংশ করা উচিত, বাংলাদেশে ওরা থাকলে অচিরেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে যে, তারা এ-দেশে ভালো মানুষ আর রাখবে না। সেক্ষেত্রে পূণরায় ধরা পড়তে হবে, সুতরাং গ্রামে প্রবেশ করা বা কোনও মানুষের মুখোমুখি হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। আরেকটি রাতের জন্য অপেক্ষা করাই বোধ হয় যুক্তি সঙ্গত, তখন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু, ততক্ষণ টিকে থাকা কী আমার পক্ষে সম্ভব? ক্ষুধার্ত এবং ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে টিকে থাকা অসম্ভবই বটে! তার চেয়েও বড় কথা ওর জানা প্রয়োজন, এই অঞ্চলের নাম কী? ও কোথায় আছে? এসব জানার ওপরই নির্ভর করছে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানোর পথটি বের করা। এজন্য গ্রামের কারও-না-কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার। কী করা উচিত ঠিক করতে পারছে না মেয়েটি।